তথ্য পত্র

বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিষয় বৈচিত্র

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) নিজেই নিজের মধ্যে শেষ নয় বরং তা তথ্য ও বিষয় সরবরাহের একটা উপায়। নাগরিকদের সকলের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সুবিধার্থে পরিপূর্ণ তথ্য দেয়া হলেই কেবল তথ্য সমাজের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।
এসব চাহিদাপূরণে বিভিন্ন ধরনের মানসম্মত বিষয়বস্তু তৈরি, সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্ব সংবাদ বা প্রচার মাধ্যমের। সরকারের দায়িত্ব হলো প্রকাশের স্বাধীনতা ও সুস্থ আলোচনা নিশ্চিত করা এবং উন্মুক্ত ও তথ্যমূলক মাধ্যমকে সহায়তা দেয়া।
বিশ্ব তথ্য সমাজ শীর্ষ সম্মেলন প্রচার মাধ্যমকে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী ও তথ্য সমাজের 'স্বার্থ সংশিষ্ট' হিসেবে নিয়োজিত করবে। অন্যান্যের মধ্যে :

- শীর্ষ সম্মেলন গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারে।

- শীর্ষ সম্মেলন স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশীয় বিষয়বস্তুর সৃজন এগিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে। ডিজিটাল বিভাজিকা কেবল প্রযুক্তিগতই নয় বরং বিষয়বস্তুগতও। কারণ, আজকে শতকরা ৬৯ ভাগের বেশি ওয়েবসাইট ইংরেজিতে (বা অনুরূপ উপাত্ত)। দুটি ধারণা–সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র পাশাপাশি চলতে পারে এবং তা চলা প্রয়োজনও।

- স্থানীয় বিষয়বস্তু, যেমন 'সামাজিক লাইসেন্স প্রদান' ও উন্মুক্ত উৎস সৃজন ও বিতরণের জন্য নতুন নতুন মডেল গড়ে তুলতে হবে। পদক্ষেপগুলোর মধ্যে থাকবে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকারসহ ডিজিটাল বিষয়বস্তু ও স্থানীয় বহু মাধ্যম শিল্প বিকাশে নবাবিষ্কারমূলক অবস্থা সৃষ্টি করা এবং বহুভাষার ব্যবহার এগিয়ে নেয়ার উপায় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নামসহ স্থানীয় ভাষা ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার গড়ে তোলা।

- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আইসিটি ও প্রচার মাধ্যম দারিদ্র্য মোচন ও উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার হাতিয়ার। প্রচার মাধ্যমকে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞাপক ইলেকট্রনিক বার্তা পৌঁছানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে – এগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য ও এইচআইভি–এইডস, শিক্ষা, উদ্যোগ, পরিবেশ ও কৃষি বিষয়ক বার্তা থাকতে পারে।

- নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তিতে 'প্রথাগত প্রচার মাধ্যমের' মানোন্নয়ন ও নতুন প্রচার মাধ্যমের সঙ্গে প্রথাগত প্রচার মাধ্যমকে যুক্ত করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথাগত প্রচার মাধ্যম এবং বিশেষ করে বেতার ও টেলিভিশন উন্নয়ন এগিয়ে নেয়ার কার্যকর হাতিয়ার এবং এগুলো এখনো অত্যন্ত দরিদ্র ও নিরক্ষরসহ বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষের জন্য তথ্য লাভের একমাত্র সুযোগ হিসেবে বিদ্যমান।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মধ্যে দায়িত্ব নিহিত রয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ইন্টারনেট 'নতুন প্রচার মাধ্যম' নজিরবিহীন স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করেছে, কিন্তু এই সুযোগকে অসহনশীলতা ও ঘৃণা লালনের জন্য ব্যবহার করা ঠিক হবে না। বরং সহনশীলতার মূল্যবোধ, সংলাপ ও বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হতে হবে একটি সত্যিকার সামুদয়িক বিশ্ব তথ্য সমাজের ভিত্তি। তথ্য সমাজকে নতুন নতুন বিভক্তির পরিবর্তে একটি অধিক ন্যায়ানুগ ও সুসমন্বিত বিশ্ব পরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে বিশ্বকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে হবে।